সমকাল

তারিখ ... 15 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১ ...

বরেণ্য শিক্ষাবিদ, অনন্য সংগঠক

শ্রদ্ধাঞ্জলি | **ফাদার আদম পেরেরা**

রেজিস্ট্রার, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়

ফাদার বেঞ্জামিন কস্তার প্রয়াণে নটর ডেম পরিবারের সদস্যরাই কেবল নয়; বাংলাদেশে শিক্ষার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট সবাই ব্যথিত। এ মহান শিক্ষাব্রতীর প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। তার সঙ্গে আমার পরিচয় চার দশকেরও বেশি আগে। আমি ছাত্র, তিনি শিক্ষক। নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ও জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর ক্রমাগত আমাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রায় ২০ বছর ধরে হলি ক্রস সেমিনারি, নবিশিয়েট, রমনা ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারিতে শিক্ষাদান করতে হয়েছে।'

আমি ফাদার হতে চেয়েছি। এ সুবাদেই পেয়েছি ফাদার বেঞ্জামিন কস্তার সান্নিধ্য। তিনি আমাকেসহ আরও অনেককে প্রতিনিয়ত নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি কীভাবে জীবন যাপন করেন, ঈশ্বরের সাধনা করেন, প্রার্থনা করেন– সেসব কাছ থেকে দেখেছি। বলা যায়, হাতে-কলমে শেখার শুরুটা তার কাছ থেকেই। আমার সংস্কৃতির অঙ্গনে পদচারণা ছিল। সঙ্গীতের প্রতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তিনি আমাকে এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সহায়তা করেছেন। আমি ফাদার হওয়ার পর তিনি আমাকে সর্বদা বিভিন্ন কাজে সঙ্গী করেছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি পর্বের কাজে যে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরেছি, সেটি তারই আগ্রহে। তিনি ক্লান্তিহীনভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন এবং অন্যদের মাঝেও এ গুণ ছড়িয়ে দেওয়ার অনন্য ক্ষমতা ছিল।

ময়মনসিংহে নটর ডেম কলেজের শাখা খোলার জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। ঢাকায় এ কলেজের যে সুনাম দশকের পর দশকের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে, তার পেছনে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তার প্রভূত অবদান। এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হতে পারা পরম গর্বের। নটর ডেম কলেজ, ঢাকার শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্তরা নতুন এ শাখার কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন– সেটা জানার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পেতে সমস্যা হয়নি। সরকার থেকে জমিও মেলে সহজেই। সেখানে জমির বন্দোবস্ত পেতে এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেও গিয়েছিলেন।

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের শুরু থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। বলা যায়, তিনি ছিলেন এ গুরুত্বপূর্ণ পদে সবার স্বাভাবিক পছন্দ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ, সিলেবাস প্রণয়ন ও অনুমোদন, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রছাত্রী ভর্তি– শুরুর দিকের এসব কাজ কত সুচারুরূপেই না তিনি সম্পন্ন করেছেন! তিনি কিংবা আমাদের কারও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না। পথ চলতে গিয়েই আমরা সবকিছু শিখেছি। কিন্তু তার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি যখন নেতৃত্বে থাকেন, তখন যে কোনো জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলাও সহজ মনে হয়। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় যে শুরু থেকেই একটি মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে, তার পেছনে আরও অনেকের মতো তার অবদান আমরা ভুলব না।

ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা (১৯৪২-২০১৭)

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের শুরু থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। বলা যায়, তিনি ছিলেন এ গুরুত্বপূর্ণ পদে সবার স্বাভাবিক পছন্দ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ, সিলেবাস প্রণয়ন ও অনুমোদন, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রছাত্রী ভর্তি– শুরুর দিকের এসব কাজ কত সুচারুরূপেই না তিনি সম্পন্ন করেছেন! তিনি কিংবা আমাদের কারও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাত্র আড়াই মাস আগে ৭ জানুয়ারি (১৯৭১) তার যাজকীয় অভিষেক ঘটে। ২৫ মার্চ শুরু হয় গণহত্যা। তার মতো তরুণের সে সময়ে ঢাকায় থাকা নিরাপদ নয়– সেটা বুঝতে পারেন ফাদার জিয়ারম্যান। তিনি ফাদার গেডার্টের সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য তাকে নাগরী মিশনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই ভয়াবহ দুর্যোগের দিনগুলোতে শহর কিংবা গ্রাম– কোথাও কেউ নিরাপদ ছিলেন না। মৃত্যু কখন কার দুয়ারে হানা দেবে, কেউ জানত না। মে মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তান সেনাবাহিনী গাজীপুর জেলার হিন্দুপ্রধান কয়েকটি এলাকায় শত শত নারী-পুরুষ-শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। বাইরা-কয়েরসহ কয়েকটি গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। লুটপাট চলে নির্বিচারে। ওই সন্ধ্যায় প্রায় ছয় হাজার শরণার্থী নাগরী মিশন ও সেন্ট নিকোলাস বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আশ্রয় নেয়। তাদের সঙ্গে ছিল তিনটি মৃতদেহ এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত আরও ১৯ ব্যক্তি। মিশনে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। নিহতদের সমাহিত করা হয়। গাজীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার চলতে থাকায় প্রতিদিন আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছিল। সেনাবাহিনী বিষয়টিকে মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। তারা মিশনের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে। এ কঠিন পরিস্থিতি সাহসের সঙ্গে যারা মোকাবেলা করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা। তিনি করাচিতে কিছু সময় পড়াশোনা করেছেন। সে কারণে উর্দু ভাষা রপ্ত করেছিলেন। ফলে আর্মির সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব এসে পড়ত তার ওপর। এতে জীবনের ঝুঁকিও ছিল।

মুক্ত বাংলাদেশে তিনি ফিরে আসেন রাজধানী ঢাকায়। স্কলাস্টিক সেমিনারিয়ানদের গঠন-প্রশিক্ষণের দায়িত্ব বর্তায় তার ওপর। একই সঙ্গে বলা হয় নটর ডেম কলেজে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করতে। এভাবেই বাংলাদেশের একটি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সদ্য স্বাধীন দেশের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি স্পেশাল ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৯ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৯১ থেকে পরের ৬ বছর ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল। ১৯৯৮ সালে দায়িত্ব পান প্রিন্সিপাল হিসেবে, যা অব্যাহত থাকে পরের ১৪ বছর। ২০১৩ সালে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং এ দায়িত্ব চালিয়ে যান এ বছরের ২১ আগস্ট পর্যন্ত। ঢাকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুল ও সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাই স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেন তিনি। একটানা ১৪ বছর করে এ দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন তিনি।

আমার মতো আরও অনেকেরই ফাদার বেঞ্জামিন কস্তাকে নিয়ে স্মৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। আমরা দু'জনে একবার একসঙ্গে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। প্রচণ্ড আঘাতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর জীবন যার, তিনি নিজের কর্মশক্তি ফিরে পেতে সংগ্রাম করেন এবং জয়ী হন। তার সাংগঠনিক দক্ষতার জুড়ি ছিল না। ফাদার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক বহুবিধ কাজ তিনি একসঙ্গে করতে পারতেন। বাংলাদেশের গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ফাদার বেঞ্জামিন কস্তার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।